সংহিতা
গার্গী ভট্টাচার্য

সংহিতা

* * *

গার্গী ভট্টাচার্য

COPYRIGHTED MATERIAL

Yamraaj

Information and Images;
Internet, credit goes to them .

Sarada Mani

Lord Venus

My life has become a symbol .

In my life the words-- walk,work and wake are all actually guided by various spiritual symbols .

Writer .

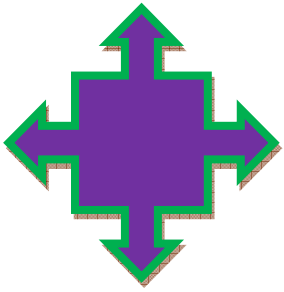

“As you love your own body, so regard everyone as equal to your own body. When the Supreme Experience-supervenes,
everyone’s service is revealed as one’s own service. Call it a bird, an insect, an animal or a man, call it by any name you please, one serves one’s own Self in every one of them.”

— Anandamayi Ma

—

Navagraha

ত্রয়ী । তিনজন নারী । সমাজে নামী কিন্তু আদতে বিষবৃক্ষ । রুকসানা সুলতান, অমৃতা সিং ও মহারানী গায়েত্রী দেবী ।

তিনজনই কালা জাদু করনেওয়ালি অওরাৎ ।

এইভাবেই সমাজের শিখরে উঠেছে আর নষ্ট চরিত্রের মেয়েমানুষ ।

গায়েত্রী নিজের মায়ের বয়ফ্রেন্ডকে বিয়ে করে ।

বাপের বয়সী । রাজপুত সমাজকে নাশ করে ।

এই মহিলা রাজপুত সমাজে এসকর্ট সার্ভিস দিতো এবং নারীদের ব্যবহৃত প্যান্টি বিক্রি করার প্রথা প্রথম ভারতে এই শুরু করে । যেহেতু মহারাণী তাই একে কেউ টার্গেট করেনি । ইন্দিরা গান্ধী একে তিহার জেলে রেখেছিলেন হয়ত এর সম্পর্কে সব জানতেন বলেই । নরকের কীট বলাই বাহুল্য ।

তখন খুশবন্ত সিং এর খুব গায়ে লাগে যে নিজেই একটি নোংরা লোক ছিলো । সারাটা জীবন কেবল নোংরা লেখাই লেখেনি এই ব্যাক্তি খালিস্তানি উগ্রপন্থা প্রমোট করে গিয়েছে ও ফান্ডিং করতো ।

অথচ ও নিজে শিখদের শ্রদ্ধা করতো না । বলতে দাঁড়িওয়ালা হিন্দু । ঈশ্বর মানতো না অথচ শিখ অনেক ধর্ম গ্রন্থ অনুবাদ করেছে । এরাই ধর্ম বিকৃত করে । কারণ ঈশ্বর অবিশ্বাসীরা ধর্ম বোঝেনা । তারাই জিনিসগুলো বিকৃত করে দেয় নিজেদের স্বার্থে যেমন শোনা যায় যে কন্সটান্টিনোপলের বৌ ও ছেলে অনেক অন্যায় করে শেষে মৃত্যুর পরে শাস্তি পাবে জেনে জোর করে ধর্মগুরুদের দিয়ে বাইবেলের রিইনকারনেশানের চ্যাপ্টার বদলে দেয় ।

সেরকম খুশবন্ত সিং এর মতন শয়তানেরাও হয়ত শিখ ধর্মগ্রন্থ গুলো বদলে দেবে অনুবাদ করার সময় ও ধীরে ধীরে সেগুলো পর্যবসিত হবে ট্র্যাশে ।

ঈশ্বরকে জানা ও বোঝা অত সহজ নয় তার জন্য ভগবানের কৃপা লাগে যা খুশবন্তের মতন লোকের পক্ষে সম্ভব নয় কারণ ও স্পিরিচুয়ালি একজন রাক্ষস যে রাক্ষসলোক থেকে এখানে এসেছে । অত্যন্ত নোংরা লোক ছিলো । মতলবি ও মোহগ্রস্ত ।

পয়সা কামানোর জন্য যে কোনো লেভেলে নামতে সক্ষম ছিলো এই রাক্ষস । এরা এমনই হয় । যেই ইন্দিরা গান্ধী একে তুলেছিলেন তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে অপারেশন ব্লুস্টারের সময় । অথচ ও নাস্তিক

। শিখেরা গুরুদ্বারের ভেতরে অস্ত্র রাখে । কিন্তু মিশাইল রাখে কি ? নিউক্লিয়ার বোমা রাখে কি ?

সে তো আমাদের হনুমানজীর হাতেও গদা থাকে । রামের হাতেও তীর ধনুক থাকে কিন্তু তার মানে কি

আমরা ওদের সংশ্লিষ্ট মন্দিরে এক-কে ৪৭ ও ৫৬ বা আধুনিক সমরাস্ত্র লুকিয়ে রাখতে পারি ?

পারিনা ।

ধর্মস্থানে যদি উগ্রপন্থী লুকিয়ে থাকে সেখানে আর্মি ঢোকানো কোনো অন্যায় নয় ।

মানুষের জন্য ধর্ম , ধর্মের জন্য মানুষ নয় ।

এটা কোনো ভুল কাজ হয়নি বরং ইন্দিরা গান্ধীকে সাধুবাদ দেওয়া উচিৎ ছিলো এই শয়তান সিং এর ।

কিন্তু কৃতজ্ঞতা বোধও নেই এই রাক্ষসের ।

কারণ টাকার লোভে এই ব্যাক্তি খলিস্তানি টেররিস্টদের সাপোর্ট করতো ও ফান্ডিং করে গিয়েছে । এরই আত্মীয়া রুকসানা সুলতান ও তার মেয়ে, অমৃতা সিং কালা জাদু দিয়ে বড় বড় লিডার ও রাজপুরুষদের ফাঁসাতো । ফাঁসাতো অভিনেতাদের । অমৃতা সিং ইজ আ ব্লাডি হোর ।

সঈফ ওকে ধরেনি বরং ওটা উল্টো । এই শয়তানি ওর হাঁটুর বয়সী সঈফকে ফাঁসায় কালা জাদু করে । এই খুশবন্ত সিং , অমৃতা ও রুকসানা তিনজনই রাক্ষস । এরা এমনই হয় । মানুষের মধ্যে লুকিয়ে থাকে সাধু সেজে ও হাই সোসাইটির লোকেদের আক্রমণ করে ও সমাজকে নষ্ট করার চক্র করে ।

এরা মায়াবলে সব কিছু করতে সক্ষম । একমাত্র দৈব বলেই এদের মারা সম্ভব । হেন কোনো চাটূকারিতা নেই যা এরা প্রয়োগ করেনা নিজেদের কাজ হাসিল করার জন্য । পরে দূর্বলদের সব লুট করে পালায় ।

অমৃতা সিং ,সঞ্জয় গান্ধীকেও ফাঁসানোর চেষ্টা করে । সানি দেওল ও আরো না জানি কত অভিনেতা ওর জালে ফাঁসার মছলি হয় । কিন্তু সবাই ফাঁসেনা ।

ওর মা ছিলো ওর এজেন্ট ।

মহারাণী গায়েত্রী দেবী অত্যন্ত নোংরা মহিলা ।

আর্থিক স্ক্যামই কেবল নয় রাজপুত সমাজকে নিচে নামিয়ে দেয় এই দানবী । দানব লোক থেকে আগত এই মহিলা এমন সব কাজ করেছে যে রাজপুত সমাজ বাঙালী দেখলে ইদানিং ঘৃণা করতে শুরু করেছে । যে আবার একটা এসেছে আমাদের ক্ষতি

করতে । জয়পুরের আনাচে কানাচে কান পাতালে এর নোংরামি ও কেচ্ছার কথা কানে আসবে ।

লোকে একে সুন্দরী বলে কিন্তু আমি যবে একে দেখেছি আমার এর চরিত্রের কদর্য দিকটা ফুটে উঠেছে চোখের সামনে কারণ আমার এক্সরে আইজ আছে । আমি আত্মাকে দেখতে পাই । আমার মনে হয়েছে এর চেয়ে কুৎসিত নারী আমি জীবনে আর মনে হয় কোনোদিন দেখিনি ।

এর নাম এলিগেন্স এর জন্য । কিন্তু এর সাজপোষাক দেখলে মনে হয় পাপসের ওপরে হীরে জহরৎ বসিয়ে পড়ছে । মনে হয় কোনো ফাইন জুয়েলারি ডিজাইনার এর সাথে এর কোনোদিন সাক্ষাৎ হয়নি । কোনো এসথেটিক্স্ নেই এর সাজগোজে ।

মহিলা অত্যন্ত ধড়িবাজ আর ইন্দিরা গান্ধী তাই একে অতি উত্তম সাজা দিয়েছেন ।

এর নোংরা চরিত্রের কথা কেউ জানেনা যে এ আদতে এক বেশ্যা ও বেশ্যালয় চালাতো কিন্তু এরই আত্মীয়া মুনমুন সেন ও রিয়াকে সবাই নিচু চোখে দেখে যাঁরা আদতে কোনই সেরকম কাজ করেনি কারণ তাঁরা অভিনেত্রী । সফ্‌ট্ টার্গেট ওঁরা । আর ইনি মাহরাণী না !! একে কে ধরবে ? আর এর

বডিগার্ড স্বয়ং খুশবন্ত সিং ! যার হাতে কলম । খস খস চালাচ্ছে । জার্নো ও পর্ণো দাদু ।

ইন্দিরা গান্ধী গায়েত্রীকে জেলে দিয়েছেন বলে খুশবন্তের কি রাগ ! ফোঁস ফোঁস করছে একেবারে ।

খুশবন্ত নাস্তিক অথচ ভগবানের বই অনুবাদ করে মোটা রয়লটির জন্য । স্বর্ণ মন্দির আর্মি দ্বারা আক্রান্ত হলে প্রতিবাদ করে আবার শিখদের গালি দেয় অথচ খলিস্তানের জন্য টেররিস্ট পোষে । হ্যাঁ খুশবন্ত দাদু ? আপনার লেভেলেটা কি ? কোনো এথিক্স্ , মরাল ও ইন্টিগ্রিটি আছে তোর ? তোর বাড়ির মেয়ে বেশ্যা বৃত্তিতে জড়িত । তার বেলায় কি বলিস্ তুই ?

তোকে পদ্ম বিভূষণ থেকে স্ট্রিপ করে দেওয়া হবে এটা স্বয়ং শনিদেবের আদেশ । ঘুঘু দেখেছিস্ আর ফাঁদ দেখিস্নি তুই ? কারণ তুই জার্নোর দায়িত্ব পালন করিস্ নি মোটেই । রাক্ষস অনেক মায়াজালে ঘুরেছিস্ এবার অতলে তলিয়ে যাবি শয়তান ।

শনির বিধ্বংসী আলো তোকে আর তোর পরিবারকে নিয়ে এবার ডুবিয়ে দেবে তলাতলে । কৃমিভোজ নরকে পতিত হবি তুই ও তোর পরিবার ।

৫০০০ হাজার বছর ধরে দানব নন্দিনী মহারাণী গায়েত্রী দেবীকে কৃমিভোজ নরকে বাস করতে হবে

যেখানে ওকে কৃমিগণ বার বার ভক্ষণ করবে ও বমন করে বার করে দেবে । আবার ভক্ষণ ও আবার বমন এই প্রক্রিয়া চলবে বহুবছর ধরে কারণ রাজপুত সমাজ দেবী ভবানীর কাছে এই বিচারই চেয়েছে এতদিন ধরে এই শয়তানির জন্য ।

অমর্ত্য সেন ছিলেন শিবের শরভ অবতার । শিব হলেন নারী বর্জিত দেবতা । তাই অমর্ত্য নারীতে আসক্ত কোনোদিনই ছিলেন না । ওনার রাগ ওনাকে পতিত করে দেয় কিন্তু পরে এই পার্থিব জগতে ওনার প্রতি হিংসায় লোকে ওনাকে ওমানাইজার রূপে সমাজে চিহ্নিত করে দেয় ।

কারণ একটা প্রমাণ হল উনি সিনেমা মোটে দেখেন না । যে ব্যাক্তি নারীদের প্রতি আসক্ত হবে সে সিনেমাও দেখবে মোটের ওপরে মেয়ে দেখার জন্য এটা সাধারণ বুদ্ধিও বলে থাকে ।

উনি ও নবনীতা দেবসেন দুজনেই বড় তান্ত্রিক ছিলেন তাই এদের এই জন্মেও অকাল্ট বিদ্যা ধরে ফেলেছে । তাই তারা কালাজাদুতে ফেঁসে গিয়েছেন । এরকমই হয়ে থাকে । তাই ভগবান তন্ত্রকে উঠিয়ে

দেবেন ধরা থেকে । কারণ ঈশ্বর সাধনার লক্ষ্য হল ভগবৎ লাভ করা বা মোক্ষ পাওয়া তাই যদি কোনো সাধকের পরে অবনতি হয়ে যায় তা খুবই দুখী হবার মতন ঘটনা তাই ভগবান আর তা হতে দেবেন না । কিন্তু তান্ত্রিকেরা না চাইলেও এইসব নিচু স্তরের আআরা ওদের আক্রমণ করতে থাকে ও প্রলুব্ধ করে করে নিচে নামিয়ে দিতে থাকে যাতে তারা এইসব সাধকদের দৈবশক্তির বলে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে সক্ষম হয় ও বেঁচেবর্তে রয় ।

ওলাবিবি দেবী বলেছেন যে এই কারণে ভগবান তন্ত্র হয়ত তুলে দেবেন কারণ যোগিনীরা বা তান্ত্রিক দেবতারা চাইলেও আটকাতে সক্ষম হননা আর এইসব প্রেত ও পিশাচ ও রাক্ষসগণ তাঁদের আক্রমণ করে করে তাঁদের দৈব আসন থেকে ঠেলে নিচে নামিয়ে দিয়ে কসমিক ভাইব্রেশানে সমস্যা করতে শুরু করে । তাই আপাতত: রাক্ষসলোক গুলো ধবংস করে দেওয়া হবে ।

কসমিক হারমোনি মেন্টেন করার জন্য ।

নবনীতা দেবসেনের কথা অনুযায়ী এই শয়তানি শক্তিগুলি আঁধার নামার সাথে সাথে ওনাকে অ্যাটাক করে ও ঘোরের মধ্যে নিয়ে যায় আর কাজ করাতে

থাকে যেমন মোহাচ্ছন্ন হয়ে গেলে কেউ করে সেরকম আরকি । তবে ওনাকে বড় বড় সাধকদের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হয়ত কিছু সুবিধে হবে ওনার এবারে ।

লালুপ্রসাদ যাদবের পুত্র তেজস্বী যাদব একদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবেন আমি দেখতে পাচ্ছি

এবং ভারত ওপরের দিকে উঠবে সেইক্ষণে । ভালো নেতা ও মন্ত্রী হবেন উনি ।

যারা নিহতদের বডি ডবল বাজারে বার করে দিচ্ছে বার বার আমাকে উন্মাদ ও বোকা সাজানোর আছিলায় তারা অত্যন্ত কঠিন জীবনের শিকার হবে ও বদ্ধ উন্মাদ হয়ে পাগলখানা বন্দী জীবন কাটাবে । তারা শিকলে আটকা থাকবে ও মুখ দিয়ে লালা বার হবে ও গোঁ গোঁ শব্দে এমন আওয়াজ করবে যে লোকে অবাক হয়ে তাকাবে যে এমন হচ্ছে কেন কোনো কারণ ব্যাতীত ।

অ্যামাজনের ম্যাকেঞ্জি কোনো দাতাকর্ণ নয় । টাকা ফাকা কিছুই দেয়না । কোটি কোটি টাকা যে দেয় তা সব ফেক্ । ওরই শয়তানি চার্চের লোকের হাতে তুলে দেয় । সেই চেক্ আর ক্যাশ হয়না ।

মিডিয়াতে আসে কেবল । তাই গুটিকতক সংস্থাই ওর ডোনেশান পায় খেয়াল করবেন ।

সবাই পায়না । সবাই এই রেটে পেলে মুগ্ধ হতো । কিন্তু ও দেয়না সবাইকে । ও আর ওর বর দুজনেই কিপ্‌টে । এগুলি সবই মিডিয়া গিমিক্‌ ও ব্রেন ওয়াশ । আর ও এখনও ওর বরের সাথেই থাকে । ডাইভোর্স করার কারণ হল ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া । আর লরেন ওর বরের বাহার ওয়ালি । ও হল ঘর ওয়ালি । যে কোম্পানি লেখক ও কর্মীদের(ওখানে যারা জিনিস বিক্রি করে) মাইনে দেয়না তারা এত উদার ও দাতা কর্ণ ?

কেউ মানবে ? সবাই কি বুদ্ধু নাকি মিসেস ইয়ে ?

কিয়ে ? বেজোজ না অন্য কিছু ?

এর পার্টনারও একে ছেড়ে গেছে এই কারণে যদি আদৌ থেকে থাকে । এত্তো ভড়ং ?

আমাকে বলছে যে অনেক লিখেছো আমাদের বিরুদ্ধে এবার তোমাকে কেসে ফাঁসাবো । আমি বলেছি ভালো কিন্তু আমি কিন্তু আমেরিকাতে যাবোনা । আমার জুরিস্‌ডিক্‌শান হল অস্ট্রেলিয়া । এখানে কেস্‌ করো আমি দেখবো । যদি লিগালি

আমাকে যেতে হয় আমি যাবো । তাও প্রিস্ট নিয়ে কারণ আমি এগুলি মনগড়া লেখা লিখছি না চ্যানেল করছি মাত্র ।

জেফের দাদু কোনো এক সন্ধ্যায়, দিদিমার অনুপস্থিতিতে মদ্যপ অবস্থায় ওর মাকে রেপ্ করে ওদের র‍্যাঞ্চে আর তাতেই জেফ্ জন্ম নেয় । মায়ের ডাইরি পড়ে জেফ্ এসব জানে । নিজের ওপরে রাগ হয় কিন্তু হেড্ স্ট্রং হওয়াতে আত্মহত্যা করেনি । কিন্তু তারপর থেকে এমন স্বার্থপর ও ভিন্ডিক্টিভ হয়ে গিয়েছে কারণ তার মতে যার জীবন এত কালিমা যুক্ত তার আর কিইবা থাকে বেঁচে থাকার তাই সে এরকম হয়ে গিয়েছে ।

পশুপাখী থেকে মানুষ ও দেবদেবী হওয়া সহজ কিন্তু দেবতা থেকে পশু যোনিতে জন্ম নেওয়া সহজ নয় কারণ চেতনা অনেক রেস্ট্রিক্টেড্ হয়ে যায় ও আত্মার খুব কষ্ট হতে পারে । কাজেই পতিত দেবতা হলেও যদি কদর্য উপায়ে জন্ম হয় তাহলেও কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক ।

ইরানে ধর্ম প্রতিষ্ঠা হবে । এই দেশকে ইজরায়েল বোমা মেরে ধ্বংস করে দেবে । সন্তদের ধর্মীয় স্থান , শাহ্য়ের প্যালেস্ , মনুমেন্ট ও সংস্কৃতির প্রতীক ব্যাতীত সব বিনষ্ট করে দেবে ইজরায়েল ।

আয়াতোল্লাকে মেরে তাড়ানো হবে । অত্যন্ত নৃশংস উপায়ে ওকে মারা হবে । ওর শয্যা সঙ্গিনী , জেহনাবের দিদি নার্গিসের যার অনেক যৌন রোগ আছে তাকে নগ্ন করে তার যোনি খুলে পাবলিকলি দেখাবে ইজরায়েল বড় বড় স্ক্রিনে তেহরান ও অন্যান্য বড় বড় শহরের পথে ঘাটে যে ইসলামিক রেজিমের নমুনা কি যেখানে মাথার কাপড় সরে গেলে কি নৃশংসতা হয় আর এই হল সম্ভাব্য প্রেসিডেন্টের নমুনা ও এর এক ক্লায়েন্ট হল ধর্মগুরু আয়াতোল্লা । এদের ভিডিও ডার্ক ওয়েবে ঘোরে ও তার থেকে এরা ভালো কামায় যদিও ইরানি মুদ্রার মান তলানিতে ঠেকেছে । **জেহনাবের বোন নার্গিসের সেক্স শো খুব জনপ্রিয় হবে ও এমন ঘটনা হবে যা শিক্ষণীয় যে ধর্মের নামে শয়তানি কখনই বরদাস্ত করা হয়না ও আল্লাহ্ এইভাবে সাজা দিয়ে থাকেন ।** ওদের তিন বোনকে হাতে ধরে ইরানি সমাজ বেশ্যালয়ে দিয়ে আসবে । আর নিয়মিত সেখানে ওরা পদদলিত ও যৌনদলিত হবে আর ওদের মায়ের কেচ্ছাকাহিনী শুনে শুনে একসময় পাগলিনী হয়ে আত্মঘাতিনী হবে । আয়াতোল্লা আর গ্র্যান্ড আয়াতোল্লা এমন শয়তান যে টেররিস্ট অ্যাক্টিভিটি করে শাহ্য়ের নামে দিয়ে দিতো ওনাকে ছোট করার জন্য । আমাকে শাসাচ্ছে যে আমি অনেক গন্ধেগী

ছড়িয়েছি ওদের নামে । আমি বলেছি যে আল্লাহ্ গন্ধেগী ছড়ান না তোদের মতন শয়তান এগুলো ছড়ায় ।

এবার দেবতার রোষের জন্য প্রস্তুত হ ।

শনির ডাইরেক্ট জ্যোতি পড়বে এবার ইরানে ।

ওদের নোবেল লরিয়েট আরেক ব্যাভিচারিনী নার্গিস আয়াতোল্লার লোক । মেয়েদের ইজ্জৎ নেই নাকি ইরানে ? প্রমাণ করার জন্য একে নোবেল দিয়েছে যে মেয়েরা এখানে স্বাধীন যথেষ্ট নাহলে এ এইসব কাজ করছে কীদৃশ ?ওকে জেলে রেখেছে অথচ আবার রাতে ও মরদদের শয্যা গরম করে জেল থেকে বার হয়ে । এই কুরুচিকর মহিলা আবার একজন মাস্টার কালাজাদু স্পেশালিস্ট । নোবেল টা হাতিয়েছে ঐভাবেই । নোবেল আজকাল এইভাবেই প্রদান করা হয় । কে কোন শয়তানি চার্চের মেম্বার তাকে দেওয়া হয় । আয়াতোল্লা আর নোবেল কমিটি হয়ত একই শয়তানি চার্চে যায় ।

এবার ইজরায়েল, ইরানে শাহ্কে বসাবে ।

অ্যান্ড হি উইল রিবিল্ট ইরান ইন্টু আ বিউটিফুল কান্ট্রি । কারণ উনি রামের অবতার আর ওখানে ভগবান এবার প্রকৃত রামরাজ্য গড়ে তুলবেন ।

কারণ মধ্যপ্রাচ্যে এবার শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে । অনেক যুদ্ধ হয়েছে । এবার ধর্ম প্রতিষ্ঠা হবে । যে এই পথে বাধা দেবে তাকে কুপিয়ে মারা হবে ।

মানুষের জন্য এই জগৎ । আয়াতোল্লার মতন শয়তানের জন্য নয় ।

ইজরায়েল গো অ্যান্ড অ্যাটাক !

এখানে একটি কথা বলে আজকের চ্যানেলিং শেষ করছি তা হলে এই যে আর এস এস কিন্তু সঞ্জয় গান্ধীকে মেরেছিলো সেই যাদুটোনা করে । তখন মোহন ভগবৎ ওদের দলের একজন অত্যন্ত কমবয়সী মানুষ ছিলো যে ঐ বাণ মারার দলে ছিলো যাতে সঞ্জয় গান্ধী নিহত হন ।

মোহন ভগবৎ এর দল আমাকেও অনেক বাণ মেরেছে কিন্তু আমাকে মারা সহজ নয় । যবে থেকে আমি জন্মেছি তবে থেকে আমাকে লোকে বাণ মারছে কিন্তু রাখে হরি মারে কে ?

কাজেই আমি এদের মারার জন্য এসেছি এরা আর আমাকে মারবে কিভাবে ? এত সহজ ?

সততা ও অবিনশ্বর আলোর ওপরেই জগৎ আর এটাই সত্য । ওরা ভুলে গেছে আর তাই আমি সেটা মনে করিয়ে দিতে এসেছি এখানে আবার ।

আমাকে মারা অত সহজ নয় মোহন ভোগ ভগবৎ । যেমন সহজ নয় ভগবৎ হওয়া যতই নামে জুড়ে থাকুক না কেন ।

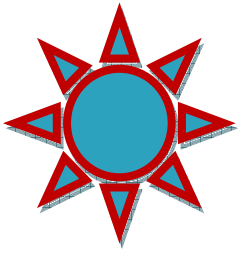

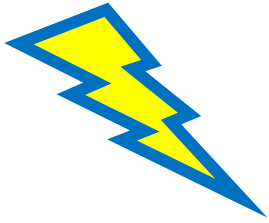

On Peace

“And he shall judge among the nations, and shall rebuke many people: and they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruninghooks: nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more." - The Book of Isaiah 2:4

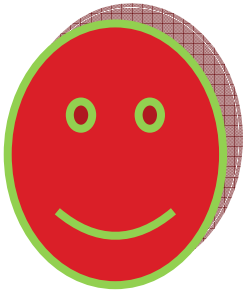

Anandamayi Maa

আমি একজন কায়স্থ মেয়ে । আমার ধর্ম হল লেখা । কারণ কায়স্থদের ধর্ম হল লেখালেখি করে সমাজের উপকার করা । কলম ধরতে জানেনা এমন কায়স্থ প্রায় নেই । ব্রাহ্মণরা যেমন পুজোপাঠ করে থাকে সেরকম কায়স্থরা হয় কলম/মসী/কালি**জীবি** । আর আমি একজন লেখিকা হিসেবে হলাম আজকাল ***মাউস জীবি ।*** কারণ আমি সোজাসুজি আলোকতন্তুর মেশিনে অক্ষর খোদাই করি । আমি অক্ষর শিল্পী ।

হাতে লিখে করিনা । তাই বেশ ভুল ধরা পড়ে যায় অন্য সময় দেখলে । টাইপো ও বাংলা সফটওয়্যারের পোকার কারণে । সফটওয়্যারও কোভিডে আক্রান্ত মনে হয় । প্রচুর বাগ ওখানে ।

এবার আমি রাজস্থানের কর্ণিমাতার মতন ইঁদুরের মালকিন হয়ে বসেছি । কাজেই ইঁদুর সঞ্চালনের কাজ করছি সমানে । লিখেই চলেছি একের পর এক অক্ষরমালা । বর্ণমালা ।এবার যা তথ্য দেবো তা আরো মজার কিন্তু গল্প হলেও সত্য । পর পর লিখে যাচ্ছি যা আমার কাছে আসছে । কিন্তু এসব পড়ে আমাকে কেউ মন্দ মনে করবে না কারণ এগুলি আমার মস্তিষ্ক প্রসূত নয় । নিখাদ যাঁরা

সাধক তাঁদের দিয়ে ভেরিফাই করে নিতে পারো তোমরা নিজেরা । এই পুস্তকে অনেক সংকেত হয়ত খুঁজে পাবেন লোকে যা আমার পক্ষে লেখা একেবারেই অসম্ভব একজন মানবী হিসেবে ।

আমি নিজের মনে বসে আছি আর এক এক করে মায়া শাড়ি থেকে তুলে চলেছি মায়া চোরকাঁটা ।

এইসব লেখা অটোমেটিক হয় (অটোমেটিক রাইটিং) । আমি কিছু ভেবে লিখিনা । যোগিনী হিসেবে আমার কোনো পরিবর্তন করার সুযোগ ও ক্ষমতা নেই । আমি অক্ষরগুলোতে রং চং লাগাতে পারি মাত্র ও ডিজাইন করতে পারি এই অবধিই ।

সরস্বতী ও মাতঙ্গী (তান্ত্রিক মহাবিদ্যা বা নীল সরস্বতী) আমাকে দিয়ে লেখান ।

আমি হলাম মাইকের মতন । একটি কর্ডলেস মাইক । যার না আছে ব্রেন,না পৌষ্টিক তন্ত্র আর না কোনো হাত-পা । আমাকে বিষপ্রয়োগ করে হত্যা করা যায়না কারণ আমার দেহ নেই । আমি কিছু বুঝিনা কি লিখলে আমার ক্ষতি হবে কারণ আমার মস্তিষ্ক নেই আবার আমার কোনো হাত-পা নেই যে আমি এই যে বই লিখছি তা সম্পাদনা করতে পারি ।

কেবল মাউথ পিসের মতন কথা বলে চলেছি । তবে এই মাইকের বৈদ্যুতিক শক্তি হল ঐশী জাত ।

তাই চাইলেও কেউ একে ভাঙতে বা নষ্ট করতে পারবে না । কর্ডলেস মাইক তাই সরবরাহ করেই চলে অনবরত কিছু কথা , সংবাদ । যার উৎস অলৌকিক এফ-এম রেডিও স্টেশান আর রেডিও জকি স্বয়ং পরমেশ্বর । তাই আমার ভয়, ভাবনা ও ভড়ং নেই ।কারণ আমার কাছে দ্বৈত কোনো জগৎ নেই ; আমি ব্যাতীত । এই জগৎ আমার থেকেই শুরু হয় ও আমাতেই মিলিয়ে যায় ।